



126757 - কয়কে ওয়াক্তরে নামায আদায় করার পর যে ব্যক্তি নিজের কাপড়ে ময়াদিতে পান

প্রশ্ন

ফজর, যোহর ও আসররে নামায আদায় করার পর আমি আমার আন্ডার ওয়্যারে ময়াদি আলামত দেখতে পেলোম। মাগরবিরে আগে আমি আমার পোশাক পরবির্তন করছি। এমতাবস্থায় আমি যে নামাযগুলো পড়ছি সেগুলো কি বাতলি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ময়াদি হলো এক প্রকার পচিছিলি পানি যা স্বভাবতঃ যত্ন উত্তজেনা জগে উঠলে বরে হয়। এটিনাপাকিও ওয়ু ভুগকারী। কনিতু এর নাপাকি হালকা পরায়রে। এর পবতিরতার ক্ষত্রে লজ্জাস্থানটি ধৌত করা ও কাপড়ে পানি ছটিয়ে দেয়া যথেষ্ট।

দখুন: [99507](#) নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

আপনার ফজর, যোহর ও আসররে নামায ইনশাআল্লাহ সঠিক; পুনরায় পড়া আবশ্যিক নয়; দুই কারণে:

১। যহেতে আপনাময়াদি বরে হওয়ার সময় কখন সে ব্যাপারে নিশ্চিতি নন। এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এটি আসররে পরে বরে হয়েছে। এমন সম্ভাবনা থাকায়: মূল অবস্থা হলো পূর্বরে নামাযগুলো শুদ্ধ হওয়া। যহেতে আলমেদরে নকিট একটিমূলনীতি হলো: যদি কটে ইবাদতটি সম্পন্ন করার পর সন্দহে পড়ে যে, ইবাদতটি কিসহি হয়েছে; নাকি হয়নি; তাহলে এমন সন্দহেরে দকি ভরুক্ষপে না করা। মুসলমি ব্যক্তি মূল অবস্থার উপর নিরভর করবনে। মূল অবস্থা হলো: ইবাদতটি সঠিক হওয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না ইবাদতটিকে বাতলিকারী বিষয়রে ব্যাপারে নিশ্চিতি হওয়া না যায়।

২। যে ব্যক্তি নাপাকি থাকার কথা না-জনে নামায পড়ে ফলেছে কথিবা জানার পর ভুলে গেছে; অগ্রগণ্য মতানুযায়ী তার নামায সহি। ইমাম নববী এই অভিমতকে অধিকাংশ আলমেরে অভিমত হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং নিজি এই অভিমতকে নিরিবাচন করেছেন। [আল-মাজমু (৩/১৬৩)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:



গ্রন্থকারের বক্তব্য: “ভুলে গেছে”: অর্থাৎ নাপাকি যি লগেছে সটেই ভুলে গেছে এবং সালাম ফরোনোর পূর্বে তার মনে পড়েনি; তাহলে গ্রন্থকারের মতানুযায়ী তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে। যহেতে ‘নাপাকি দূর করা’ শীর্ষক নামাযের শর্তটি এতে লঙ্ঘিত হয়েছে। তাই এ ব্যক্তির অবস্থা এমন যে ব্যক্তি ওয়ু ভাঙার কথা ভুলে গিয়ে ওয়ু ছাড়া নামায পড়ে ফলেছে এবং ঐ ব্যক্তির মত যে ব্যক্তি নাপাকি ধোয়ার কথা ভুলে গিয়েছিল।

এ সবকটি মাসয়ালায় অগ্রগণ্য অভিহিত হলো: পুনরায় নামায পড়া তার উপর আবশ্যিক নয়; হোক সবে ব্যক্তি নাপাকি লাগার কথা ভুলে গেছেন কিংবা নাপাকি ধোয়ার কথা ভুলে গেছেন কিংবা নাপাকি যি লগেছে সটেই জানত না; কিংবা সগেলো যে, নাপাকি সটেই জানত না; কিংবা নাপাকি হুকুম জানত না; কিংবা নাপাকি কী নামাযের আগরে, না পরের সটে জানত না।

এর সপক্ষে দলিল হলো সেই মহান সাধারণ মূলনীতি যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য প্রণয়ন করেছেন: “আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যেরে বাইরে কাজ চাপিয়ে দেন না। সে যা (ভাল) উপার্জন করে তার সুফল সে পায়, আবার যা (মন্দ) উপার্জন করে তার কুফলও সে ভোগ করে। হে আমাদের প্রভু! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি তাহলে আমাদেরকে শাস্তি দিবেন না।” [সূরা বাক্বারা, ২: ২৮৬] এই হারাম কাজ যে লোক করেছে সে অজ্ঞ ছিল কিংবা বস্মিতগ্নিস্ত ছিল। এমন লোককে পাকড়াও করা থেকে আল্লাহ নসিতার দিয়েছেন। সুতরাং তার উপর কোন কিছু আরোপ করার বাকী নাই।

এই মাসয়ালায় খাস একটা দলিলও রয়েছে। সটেই হলো যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন দুইটা জুতা পরে নামায পড়লেন যে জুতাত ময়লা ছিল এবং জব্রাইল আলাইহিস সালাম তাঁকে বিষয়টি অবহতি করলেন তখন তিনি নতুনভাবে নামায শুরু করলেন না। যদি এটা নামাযের প্রথম অংশকে বাতলি না করে থাকে তাহলে অবশিষ্ট নামাযকেও বাতলি করবে না। [আল-শারহুল মুমতী (২/২৩২) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।